

ইউনিট

2

**জনশক্তি পরিকল্পনা
(Human Resource Planning)****ভূমিকা**

উৎপাদনের জন্য ভূমি, মূলধন, পদ্ধতি ও শ্রম তথা জনশক্তি ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহৃত হয়। এসব উপকরণের মধ্যে শ্রম তথা জনশক্তি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা উৎপাদনের সামগ্রিক সফলতা নির্ভর করে নিয়োজিত জনশক্তির সম্পৃক্ততা এবং দক্ষতার উপর। যেহেতু উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সকল উপকরণগুলো জনশক্তির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়- তাই প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সফলতার জন্য একটি সুষ্ঠু মানব সম্পদ পরিকল্পনা অপরিহার্য। জনশক্তি পরিকল্পনা হলো একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জন্য কখন কি পরিমাণ কর্মী প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা যায়। তাছাড়া কর্মরত কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি কার্যও জনশক্তি পরিকল্পনা দ্বারা নির্ধারিত হয়। উপযুক্ত মানব সম্পদ বা জনশক্তি পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তার নীরখে ব্যাখ্যা করে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনুমান দ্বারা নির্ধারিত হয়- যা প্রতিষ্ঠানের সফলতা আনোয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক প্রয়োজনে একটি উন্নত ও আদর্শ মানব শক্তি পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ-১ : জনশক্তি পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- জনশক্তি পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- জনশক্তি পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- জনশক্তি পরিকল্পনার উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

জনশক্তি পরিকল্পনার অর্থ (Meaning of Human Resource Planning)

প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো মানব সম্পদ বা জনশক্তি। এজন্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয় লোকবল বা জনশক্তি সম্পর্কে সামগ্রিক তথ্য যে মাধ্যমে জানা যায় সাধারণভাবে তাই জনশক্তি/ মানব সম্পদ পরিকল্পনা নামে পরিচিত। জনশক্তি/ মানব সম্পদ পরিকল্পনা হলো একটি পছা বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সঠিক সংখ্যক উপযুক্ত কর্মী সঠিক সময়ে ও সঠিক কাজে স্থাপন করা যায়। অর্থাৎ যে কাজের মাধ্যমে একটি সিদ্ধিষ্ট সময়ে যোগ্যতা সম্পূর্ণ কর্মীর পরিমাণ নির্ধারণ করে সময় মত সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় তাকে জনশক্তি/ মানব সম্পদ পরিকল্পনা বলে। একটি প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতের শূন্য পদগুলোর জন্য উপযুক্ত কর্মী পেতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয় সে জন্য জনশক্তি / মানব সম্পদ পরিকল্পনা করা হয়। জনশক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবার জন্য জনশক্তি পরিকল্পনা করা হয়। এ পরিকল্পনা দ্বারা প্রয়োজনীয় কর্মীর সংখ্যা, যোগ্যতা, কর্মীর উন্নয়ন, কার্যকর ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়।

- P. C Tripathi এর মতে, “প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ সংগ্রহ, উন্নয়ন, বিতরণ ও কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করার কর্মসূচি হলো মানব সম্পদ পরিকল্পনা।” (Manpower planning may be defined as a strategy for the procurement, development, allocation and utilisation of an enterprise's human resources.)
- William F. Gluek এর মতে, “জনশক্তি/ মানব সম্পদ পরিকল্পনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীর ব্যবস্থা করে।” (Human resources or manpower planning is the process by which management attempts to provide adequate human resources to achieve organization objectives.)
- Stoner এর মতে, “প্রতিষ্ঠানের ভিতরের এবং বইরের বিভিন্ন উপাদান বিবেচনাপূর্বক ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয় কর্মী সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে মানব সম্পদ পরিকল্পনা বলে।” (Human resources planning refers to planning for the future personnel needs of an organization taking into account both internal activities and factors in the external environment.)

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে মানব সম্পদ পরিকল্পনার নিম্নোক্ত মৌলিক বিষয়সমূহ দেখা যায়-

- * মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কর্মীর সনাক্তকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করে।
- * এর মাধ্যমে কর্মীর উন্নয়ন, কার্যকর ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সহজতর করে। এবং
- * কর্মী সংগ্রহ ও কাজে লাগানোর উপায় নির্ধারণ করে।

চূড়ান্ত ভাবে তাই বলা যায় যে, জনশক্তি/ মানব সম্পদ পরিকল্পনা হলো এক ধরনের কার্য তালিকা বা কর্মসূচি যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময়ে স্বল্প ব্যয়ে কি ধরনের কর্মী কত পরিমাণ প্রয়োজন তা জানা যায় এবং কার্যকরভাবে সঠিক কর্মীকে সঠিক কাজে নিয়োগ করতে সহায়তা করে।

জনশক্তি পরিকল্পনার গুরুত্ব

Importance of Human Resource Planning

প্রত্যেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য মানব সম্পদ/ জনশক্তি পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনশক্তি প্রতিষ্ঠানের জড় উপাদান গুলোকে কাজে লাগিয়ে সক্রিয় করে তোলে। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার জন্য জন সম্পদের বিকল্প নেই। জনশক্তি পরিকল্পনা একদিকে যেমন বর্তমান কর্মীর প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করে তেমনি ভবিষ্যতের জন্য কর্মীর প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জনশক্তি পরিকল্পনার গুরুত্ব নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

১. **মানব সম্পদের কাম্য ব্যবহার (Proper used of manpower) :** জনশক্তি পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনশক্তির সুষ্ঠু ও কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে কর্মরত কর্মীর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অনুযায়ী সঠিক কাজে সঠিক কর্মী নিয়োগ করা যায়। ফলে কর্মীদের কার্য সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনও বাড়ে।
২. **জনশক্তির প্রকৃতি (Nature of manpower) :** জনশক্তি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কর্মরত কর্মীদের আচার ব্যবহারের তারতম্য হেতু জনশক্তি পরিকল্পনার দরকার হয়। কর্মরত কর্মীর সাধারণত চারটি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন- (১) উন্নত ধরনের নৈপুণ্যতার জন্য একজন কর্মীর প্রয়োজন হয় (২) দীর্ঘ সময় একটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই কর্মীর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। (৩) কর্মীর মানসিক তৃপ্তি ও উৎপাদনকে প্রভাবিত করে এবং (৪) প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিবেশের উপর কর্মীর দক্ষতা নির্ভরশীল। জনশক্তি পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মীর এসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।
৩. **দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ (Supply of skilled manpower) :** দক্ষ জনশক্তির উপর প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহৃত অন্যসব উপকরণগুলোর কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করে এক দল দক্ষ কর্মীবাহিনী। দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে পারে। ফলে সব ধরনের অপচয় হ্রাস পায়। তাই জনশক্তি পরিকল্পনার দ্বারা সঠিক সময়ে সঠিক কর্মী সরবরাহ ও সংগ্রহ করা যায়।
৪. **প্রযুক্তিগত পরিবর্তন (Technological change) :** প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে আমাদের চারপাশও হচ্ছে পরিবর্তিত। শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতির সাথে সাথে উৎপাদন পদ্ধতিরও পরিবর্তন হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই জরুরী যে কোন পরিবর্তিত অবস্থার মোকাবেলা করতে সুষ্ঠু জনশক্তি পরিকল্পনা অতীব জরুরী।
৫. **কর্মী সংগ্রহ ব্যয় (Cost of Recruitment) :** অপরিকল্পিতভাবে কর্মী সংগ্রহ করলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সে জন্য জনশক্তি পরিকল্পনা করা হয়। জনশক্তি পরিকল্পনায় কর্মীদের সংখ্যা, দক্ষতা ও যোগ্যতা পরীক্ষাসহ কর্মী সংগ্রহ সংক্রান্ত সকল বিষয় থাকে পূর্ব নির্ধারিত ও পরিকল্পিত। ফলে কর্মী সংগ্রহের সময় কোন অসুবিধা হয় না। এতে কর্মী সংগ্রহ ব্যয় হ্রাস পায়।
৬. **কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic planning) :** বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে রণচাতুর্যপূর্ণ পরিকল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। কারবারী পরিবেশ বিশ্লেষণ পূর্বক নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতা নিশ্চিত করে শক্তি বৃদ্ধি ও দুর্বলতা দূর করতে জনশক্তি পরিকল্পনা বিভিন্নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।
৭. **শ্রম ঘূর্ণায়মানতা হ্রাস (Reducing labour turnover) :** এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মস্থল বদলানোর অথবা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার প্রবণতাকে শ্রম ঘূর্ণায়মানতা বলে। প্রথমত স্বেচ্ছামূলক- যেমন বিবাহ, অধিক সুযোগ সুবিধার জন্য চাকুরি পরিবর্তন, অগ্রীম অবসর গ্রহণ ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়ত কর্মচারী ছাটাই, অবসর গ্রহণ, মৃত্যু ইত্যাদি বাধ্যতামূলক কারণ। শ্রম ঘূর্ণায়মানতা এক ধরনের অপচয় বিধায়, সুষ্ঠু জনশক্তি পরিকল্পনার দ্বারা শ্রমিক কর্মীদের প্রতিষ্ঠান ত্যাগের প্রবণতা কমানো যায়।
৮. **কর্মীদের স্থান পরিবর্তন (Place change by personnel) :** বিভিন্ন কারণে শ্রমিক কর্মীরা একস্থান থেকে অন্য স্থানে কর্মসংস্থানের জন্য যায়। একই দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় অথবা একই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখায় কর্মীদের কার্য পরিবর্তন করতে দেখা যায়। এই ধরনের পরিবর্তন অস্বাভাবিক ও অপরিকল্পিত হলে একটি অফিসে কর্মীর সংখ্যা অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে পারে, যা প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। জনশক্তি পরিকল্পনার মাধ্যমে এ ধরনের অসুবিধা দূর করা যায়।

৯. **কাম্য তদারকি (Optimum supervision) :** প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা সঠিকভাবে তদারকি করতে হয়। এজন্য তদারকী স্তর সহনীয় মাত্রার সংখ্যা দ্বারা নির্ধারণ করা হয়, যা সুষ্ঠুভাবে কর্মীদের তত্ত্বাবধান করা সম্ভব। জনশক্তি পরিকল্পনার দ্বারা কাম্য তদারকী ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।
১০. **শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন (Industrial relation development) :** ব্যবস্থাপনা ও কর্মী এবং কর্মী ও কর্মীর মধ্যকার আশু কার্য সম্পর্ককে শিল্প সম্পর্ক বলে। এই সম্পর্ক যত মধুর হয় শিল্প উৎপাদন তত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে একটি সুন্দর শিল্প সম্পর্ক মালিক-শ্রমিক উভয়ের কাম্য। তাই শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নে মানব সম্পদ পরিকল্পনার গুরুত্ব অত্যাধিক।
১১. **প্রশিক্ষণ স্তর নির্বাচন (Selection of Training level) :** এটি প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রশিক্ষণ স্তর নির্ধারিত না থাকলে কাকে কোন প্রশিক্ষণ দিতে হবে তা জানা যায় না। তাই প্রশিক্ষণের সঠিক স্তর নির্বাচন করা মানব সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য।
১২. **কর্মী উন্নয়ন (Human development) :** কর্মরত কর্মীদের উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ পরিকল্পনা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী মানব সম্পদ পরিকল্পনা বিভাগ এ সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।
১৩. **সার্বিক কল্যাণ (Overall welfare) :** মানব সম্পদ বিভাগ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কল্যাণের জন্য যথাযথ কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। কর্মীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উপাদান কার্যকরী হয়, যার দায়িত্বে থাকে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ। সুতরাং এ বিভাগ কর্মী তথা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য বিভিন্নমুখী কর্ম তৎপরতা পরিচালনা করে থাকে।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানব সম্পদ পরিকল্পনা বিভাগ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিভাগ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বিভাগ ও কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সামগ্রিক কার্য সম্পাদন করে। ফলে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ পরিস্থিতি থাকে সুন্দর ও অনুকূল।

জনশক্তি পরিকল্পনার উপাদানসমূহ (Components of Human Resource Planning)

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মীর প্রয়োজন সনাক্তকরণ ও তাদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য মানব সম্পদ পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তদারকি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কতকগুলো উপাদানের উপর নির্ভরশীল। এসব উপাদান নিজে উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা করা হলো-

১. **তথ্যাবলি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ (Collection & analysis of information) :** মানব সম্পদ পরিকল্পনা বিভাগ সরাসরি সকল বিভাগ ও বিভিন্ন পক্ষের সহিত জড়িত। সকল বিভাগ থেকে মানব সম্পদ পরিকল্পনা বিভাগ প্রথমে বিভিন্ন তথ্যাবলি সংগ্রহ করে তা ব্যবহার উপযোগী করতে বিশ্লেষণ করে। অতপর বিশ্লেষিত নির্জাস তথ্যাবলি দ্বারা একটি পরিকল্পিত তালিকা প্রণয়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আগমন ও নির্গমনের হার কর্মী দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ইত্যাদি তথ্যাবলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়।
২. **কর্মী সংখ্যা নিরূপণ (Determining the number of personnel) :** কারবার প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা ও তাদের কাজের দক্ষতা নিরূপণ করতে হয়। বর্তমানে কর্মরত জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের কর্মীর প্রয়োজন সনাক্ত করা হয়। বর্তমান কর্মীদের দক্ষতা ও অদক্ষতা যাচাই করে ভবিষ্যত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
৩. **জনশক্তি সংগ্রহ কর্মসূচি (Recruitment programme) :** এটি জনশক্তি/ মানব সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম উপাদান। এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মী সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগদান ও স্থাপনা, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, পদোন্নতি, বদলি, পদচ্যুতি, পদাবনতি, ছাটাই ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী সংগ্রহ করাই হলো এর মূল উদ্দেশ্য।

৪. **পরিকল্পনার সমন্বয় (Co-ordinate plan) :** এটি মানব সম্পদ পরিকল্পনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ বিভাগ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বিভাগ তথা গৃহীত সামগ্রিক কর্মসূচি ও অন্যান্য সকল নীতির সাথে সমন্বয় করে থাকে। সঠিক সমন্বয়ের অভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সুতরাং জনশক্তি পরিকল্পনার আওতায় এ পর্যায়ে সকল বিভাগের সমন্বয় কার্য সম্পন্ন করা হয়।
৫. **কর্তব্য এবং দায়িত্ব নিরূপণ ও বিশ্লেষণ (Setting & analysing duties & responsibilities) :** প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারলে সমস্ত আয়োজনই বিফলে যাবে। কোন কর্মী কোন কাজ করবে, তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিসীমা কি হবে তা সঠিকভাবে বন্টন করা অত্যাবশ্যিক। জনশক্তি পরিকল্পনা বিভাগ কর্মীর পদ ও যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ ও বন্টন করে থাকে।
৬. **জনশক্তি পরিকল্পনার মূল্যায়ন (Effectiveness of manpower) :** মানব সম্পদ পরিকল্পনার কার্যকারিতা যাচাই করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ব্যবস্থার দ্বারা গৃহীত কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা দেখা যায় এবং প্রয়োজনে সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরো উন্নতর ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে।

উস্থাপিত বিষয়সমূহ একটি আদর্শ মানব শক্তি বা জনশক্তি পরিকল্পনার নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এদের সুষ্ঠু প্রয়োগে একটি প্রতিষ্ঠান বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে ও কাজিত লক্ষ্যে সহজে পৌঁছতে পারে।

পাঠ-২ : জনশক্তি পরিকল্পনার প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- জনশক্তি পরিকল্পনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা এবং এর সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

জনশক্তি পরিকল্পনার প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ (Process of HRP)

মানব সম্পদ / জনশক্তি পরিকল্পনা একটি চলমান পদ্ধতি। এর কাজ হলো প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি দক্ষ সংগঠন কাঠামো গড়ে তোলা। একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠানের জন্য কি পরিমাণ ও কি ধরনের কর্মী প্রয়োজন তা সনাক্তকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা মানব সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। এ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ-

১. **সাংগঠনিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Determination of organizational objects) :** মানব সম্পদ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য সংগঠনকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরণ বিবেচনা করে তা বাস্তবায়নের জন্য কত ধরনের এবং কি পরিমাণ কর্মীর প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে যোগ্যতানুযায়ী বিভিন্ন পদে কর্মীদের স্থাপন করতে হয়। মানব সম্পদ পরিকল্পনা বিভাগ পূর্বানুমান ও অভিজ্ঞতার আলোকে সর্ব প্রথম পদক্ষেপে এ কাজটি সম্পাদন করে।
২. **প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নির্ধারণ (Determining the Environment of the organization) :** প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নয়ন উন্নত পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। যে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ ব্যবস্থা যত ভাল ও অনুকূল সে প্রতিষ্ঠান তত দ্রুত উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছতে পারে। পরিবেশগত প্রভাব প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যাবলির উপর প্রভাব বিস্তার করে সমগ্র প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক আগাম পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বাজার ব্যবস্থা, প্রযুক্তির পরিবর্তন, সংগঠনের শক্তি ও দুর্বলতা ইত্যাদি যাচাই করা আবশ্যিক।
৩. **জনশক্তির চাহিদা নির্ধারণ (Determine manpower needs) :** প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হল কর্মী বা জনশক্তি। কাজেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে কি পরিমাণ জনশক্তি প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। অতিরিক্ত জনশক্তি যেমন শ্রম অপচয় ঘটায় তেমনি জনশক্তি চাহিদার তুলনায় কম হলে প্রতিষ্ঠানের কাজের মারাত্মক ব্যাধাত ঘটে। ফলে কাম্য পরিমাণ জনশক্তি নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরণ, প্রকৃতি ও পরিধি এবং ব্যবহৃত প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন জনশক্তি সংগ্রহ করা হয়।
৪. **বর্তমান জনশক্তির পরিমাণ নির্ধারণ (Existing manpower of the organization) :** প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখতে কর্মরত কর্মী খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ ও কার্য অনুযায়ী উচ্চ পর্যায়, মধ্যম পর্যায় ও নিম্ন পর্যায়ের নির্বাহীর সংখ্যা অধস্তন কর্মীর সংখ্যা নিরূপণ করে তালিকা প্রণয়ন করা এবং তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও যোগ্যতা নিরূপন করা জনশক্তি পরিকল্পনার অন্যতম কাজ। এজন্য কর্মরত নির্বাহী ও কর্মী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে একটি পরিপূর্ণ তালিকা সংরক্ষণ করা হয়, যা কর্মী সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা হয়।
৫. **শ্রমবাজার বিশ্লেষণ (Labour market analysis) :** জনশক্তি পরিকল্পনার এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তির উৎস নির্বাচন করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় কর্মী খুঁজে পেতে সহজ ও অনুকূল উৎস নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয়।
৬. **কর্মীর কার্যত্যাগের সম্ভাবনা জরিপ (Surveying turnover possibilities) :** বিভিন্ন কারণে প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মী তার বর্তমান কর্মস্থল ত্যাগ করে থাকে। সাধারণত বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশের আশায় কর্মীরা কর্মস্থল ত্যাগ করে থাকে। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও ঘন ঘন কর্মী বর্তমান কর্মস্থল ত্যাগ করলে প্রতিষ্ঠান সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমন কি নীতিনির্ধারণী বিষয় ও গোপনীয় স্পর্শকাতর বিষয় প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান জেনে যায় এবং নতুন কর্মীদের পুনরায় প্রশিক্ষণ দিতে হয়। অনেক সময় হঠাৎ করে কোন

পদশূন্য হয়ে যেতে পারে। এজন্য কর্মী নিয়োগের সময় কর্মীর সামগ্রিক তথ্য ভালভাবে জেনে সাবধানে কর্মী পছন্দ করে প্রয়োজনের চাইতে কিছু বেশী সংখ্যক কর্মী নিয়োগ দিতে হয়। অন্যদিকে কর্মীর কর্মত্যাগের মূল কারণ বের করে তা নিরসনের ব্যবস্থা নিলে কর্মীর কর্মত্যাগের প্রবণতা কমে যায়।

৭. **জনশক্তি সংগ্রহের কর্মসূচি (Programme manpower recruitment) :** কর্মীর বর্তমান প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রয়োজন নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য বিন্যস্ত পরিকল্পিত কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হয়। এজন্য ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টির ব্যবহার করে জনশক্তি সংগ্রহের সঠিক ও বাস্তবধর্মী কর্মসূচি হাতে নিতে হয়। এ কর্মসূচি বাস্তবাতার আলোকে প্রণীত হলে প্রতিষ্ঠানের কর্মীর শূন্যতা সৃষ্টি হতে পারে না বলে প্রতিষ্ঠান থাকে সদা তৎপর ও গতিশীল।
৮. **জনশক্তি কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Implementation of manpower programme) :** জনশক্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জনশক্তি সংক্রান্ত সামগ্রিক বিষয়সমূহের ছক করে একটি পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ প্রস্তুত করতে হয়। এ ছকে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কতিপয় ধারাবাহিক কার্যাবলি যেমন- কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন, কর্মী স্থাপনা, পদোন্নতি, বদলি, প্রশিক্ষণ, কর্মী উন্নয়ন, প্রেষণা ইত্যাদি। নিয়মিত এ ছক প্রস্তুত করে ধারাবাহিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা অতি সহজে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।
৯. **জনশক্তি পরিকল্পনা ব্যয় (Cost of manpower planning) :** জনশক্তি পরিকল্পনার এ পর্যায়ে সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ করতে হয়। এ ব্যয় বেশী হলে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবে আবার কম হলে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যাবে না। এ জন্য জনশক্তি পরিকল্পনা ব্যয় বাস্তবভিত্তিক ও যুক্তিসংগত হতে হয়।
১০. **নিরীক্ষা ও খাপ খাওয়ানো (Audit & adjustment) :** জনশক্তি পরিকল্পনার সর্বশেষ পর্যায়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং কোন বিচ্যুতি থাকলে তা সংশোধন করে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

জনশক্তি পরিকল্পনার অসুবিধাসমূহ (Demerits of Human Resource Planning)

মানব সম্পদ পরিকল্পনা একটি জটিল কাজ। এ কাজ যথাযথ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে অতি সাবধানে সম্পাদন করতে হয়। সাবধানতা অবলম্বনের পরেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা বা অসুবিধা দৃষ্টিগোচর হয় যা নিরূপ-

১. **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (Long term planning) :** জনশক্তি পরিকল্পনা একটি জটিল কাজ। এটি দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে করা হয়। এ কাজ সম্পাদনের মাঝে বাস্তবে বিভিন্ন ধরনের ক্রটি থেকে যায়- যা সংশোধন করা যায় না। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অনুমানের উপর নির্ভর করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা হয়- যা বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন।
২. **অনুমান নির্ভরতা :** জনশক্তি পরিকল্পনার কাজটি সম্পূর্ণরূপে অনুমানের উপর নির্ভরশীল। অভিজ্ঞতা দ্বারা এ বিষয়ে অনুমান করে কর্মসূচি গৃহীত হয়। ফলে অনুমানের সাথে বাস্তব অবস্থার পার্থক্য বেশী হলে প্রতিষ্ঠান সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।
৩. **সঠিক তথ্যের প্রাপ্যতা :** পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি সম্পূর্ণ তথ্য নির্ভর একটি বিষয়। কিন্তু বাস্তবে সমস্যা হলো সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ একটি কঠিন ও দুরূহ কাজ। এর ফলে সঠিক তথ্যের অভাব একটি ভাল মানের পরিকল্পনা তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।
৪. **যথাযথ পূর্বাভাস :** জনশক্তি পরিকল্পনা পূর্বাভাসের উপর নির্ভরশীল। পূর্বাভাস অনেক সময় সঠিক হয় না বলে পরিকল্পনাও নির্ভরযোগ্য হয় না।
৫. **চাহিদা নির্ধারণ :** প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কার্য সম্পাদনের জন্য কি পরিমাণ কর্মী প্রয়োজন হবে তা অনুমান নির্ভর বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে করা হয়। বাস্তবে প্রতিষ্ঠানের কর্মীর চাহিদা যথাযথ পূর্বাভাস করা একটি জটিল কাজ।

৬. **পরিকল্পনার ত্রুটি :** বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থার কারণে পূর্বাভাস সঠিক হয় না ফলে পরিকল্পনাও হয় দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ। বাস্তব অবস্থা সব সময় অতীতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। ফলে অনুমান নির্ভর তথ্য দ্বারা প্রণীত পরিকল্পনা সঠিক হয় না।
৭. **পরিবর্তিত অবস্থা :** ভবিষ্যৎ সর্বদায় অনিশ্চিত একটি বিষয়। এ ধরনের বিষয় কতিপয় চলকের উপর নির্ভর করে প্রস্তুত করা হয়। ফলে পরিবর্তনশীল অবস্থার অনুমান সব সময় সঠিক হয় না, যা পরিকল্পনায় সমস্যা সৃষ্টি করে।
৮. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** এ ধরনের পরিকল্পনায় ব্যবহৃত সকল তথ্যই থাকে অনুমান নির্ভর। তাই বাস্তব অবস্থায় এ ধরনের অনুমান নির্ভর তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা এবং অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

সারসংক্ষেপ

- উৎপাদনের মৌলিক উপকরণ ৪টি। যেমন- ভূমি, মূলধন, পদ্ধতি ও শ্রম।
- উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপকরণ হল শ্রম বা কর্মী।
- প্রয়োজনের সময় নির্দিষ্ট যোগ্য কর্মীর পরিমাণ নির্ধারণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের নাম জনশক্তি পরিকল্পনা।
- মানব সম্পদ/ জনশক্তি পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কর্মীর সনাক্তকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করে।
- জনশক্তি পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মীর উন্নয়ন, কার্যকর ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সহজতর হয়।
- প্রত্যেক শ্রমিক কর্মী একই সাথে মানুষ এবং সম্পদও বটে।
- কর্মরত কর্মীর ৪টি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন- উন্নত ধরনের নৈপুণ্যতার জন্য একজন কর্মীর প্রয়োজন হয় (২) দীর্ঘ সময় একটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য কর্মীর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। (৩) কর্মীর মানসিক তৃপ্তি উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। এবং (৪) প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের উপর কর্মীর দক্ষতা নির্ভরশীল।
- দক্ষ জনশক্তির উপর প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভরশীল।
- জনশক্তি পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো দক্ষ ও অভিজ্ঞ কাম্য সংখ্যক কর্মী সংগ্রহ করা এবং শ্রমঘূর্ণায়মানতা হ্রাস করা।
- জনশক্তি সংগ্রহ কর্মসূচি মানব সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম উপাদান।
- একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘন ঘন কর্মী যাওয়া আসা করলে তাকে শ্রম ঘূর্ণায়মানতা বলে।
- পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যৎ অবস্থা কি হতে পারে তা অনুমান করে জনশক্তি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়।
- প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা মানব সম্পদ পরিকল্পনার প্রধান উপাদান।
- সাংগঠনিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা মানব সম্পদ পরিকল্পনা পদক্ষেপের প্রথম কাজ।

রচনামূলক প্রশ্নাবলি

১. মানব সম্পদ/ জনশক্তি পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিন। মানব সম্পদ পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. জনশক্তি পরিকল্পনা কী? জনশক্তি/ মানব সম্পদ পরিকল্পনার উপাদান সমূহের বিবরণ দিন।
৩. জনশক্তি/ মানব সম্পদ পরিকল্পনার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৪. জনশক্তি পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা বা অসুবিধাসমূহ লিখুন।
৫. জনশক্তি পরিকল্পনার ব্যবহার বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানব সম্পদ/ জনশক্তি পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিন।
২. জনশক্তি পরিকল্পনা কী?
৩. জনশক্তি/ মানব সম্পদ পরিকল্পনার উপাদান সমূহের নাম লিখুন।
৪. জনশক্তি/ মানব সম্পদ পরিকল্পনার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিসমূহ কি কি।